*শ্রেণীকক্ষে পাঠদান*

# ছন্নছাড়া

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত

- গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
- গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া-……..
- লতা নেই পাতাই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
- নেই কোথাও এঅ আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
- এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।

জরুরী দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে
ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া কটা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে–
.......
কারা ওরা?
.............
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের– এক নেই
রাজ্যের বাসিন্দে।

ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে বাসে জায়গা নেই
.................
ওদের প্রেরণা–জাগানোর প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই–

ওদের অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই-
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়-
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ-
শুধু নিজের দিকে ঝোল- টানা।

সেচহীন ক্ষেত
মণিহীন চোখ
চোখ- হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের
স্তূপ।

তিন তিনটে ছোকরা উঠে পরল ট্যাক্সিতে,
বললুম কদ্দুর যাবে।
এই কাছেই। ওই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না,জলসা না,নয় কোনো ফিল্মি
তারকার অভ্যর্থনা
একটা নীরিহ লোক গাড়ি চাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও-

একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
……………………
…………..
রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরি কে
ওরা পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল।
চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে-আনন্দে ঝংকৃত হয়ে-
প্রাণ আছে, এখনও  প্রাণ আছে।

ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে –দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্ব্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি-
প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে,

…………..
ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হজার কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,

……………
ধীরে ধীরে ঘন পত্র পুঞ্জে ফেলেছে স্নেহার্দ্র দীর্ঘ ছায়া
যেনো কোনো শ্যামল আত্মীয়তা।

**উপস্থাপনে**

**নব কুমার সাহা**

উপস্থাপনে

নব কুমার সাহা